দামুড়হুদায় ভৈরব নদ থেকে অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল উদ্ধার, পুড়িয়ে বিনষ্ট

দামুড়হুদায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ভৈরব নদ থেকে অবৈধ চায়না দুয়ারি (ম্যাজিক) জাল অপসারণ করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন উপজেলা মৎস্য বিভাগের যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪০০ মিটার অবৈধ জাল উদ্ধার করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

সোমবার বিকেল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার সুবুলপুর ভৈরব নদ এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম। অভিযানে সহযোগিতা করেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফারুক মহলদার।

অভিযান শেষে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম সাংবাদিকদের বলেন, দামুড়হুদা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ নদ ভৈরব নদে কিছু অসাধু ব্যক্তি চায়না ম্যাজিক জাল ব্যবহার করে মাছ ধরছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অবৈধ চায়না ম্যাজিক জাল অপসারণ করে সেগুলো পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পরবর্তীতে কেউ এ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগ জানিয়েছে, নদ-নদী ও জলাশয়ে অবৈধ জাল ব্যবহার বন্ধ এবং দেশীয় মাছের প্রজনন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদা জয়রামপুর মা. বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হলেন জাহাঙ্গীর আলম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মো. জাহাঙ্গীর আলম।

দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়ন, আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে আন্তরিকভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

নিজের প্রাক্তন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ দায়িত্বে আসীন হওয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকাবাসীর মধ্যে আনন্দ ও আশাবাদের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, তাঁর নেতৃত্বে বিদ্যালয়টি শিক্ষা ও সুশাসনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা অর্জন করবে।

মো. জাহাঙ্গীর আলম চুয়াডাঙ্গা জেলার জয়রামপুর গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মো. আব্দুল মালেক এবং মাতা মোছা. জাহানারা খাতুন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক পথচলা শুরু হয়। তিনি হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের অন্যতম ছাত্রনেতা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সদস্য হিসেবে সাংগঠনিক দায়িত্ব সফলতার সঙ্গে পালন করেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন ধরে সমাজসেবামূলক বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, শিক্ষা সহায়তা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ স্থানীয়ভাবে প্রশংসিত।

অ্যাডহক কমিটির সভাপতি মনোনীত হওয়ায় তিনি বিএনপির স্থানীয় ও

জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি এবং সর্বস্তরের শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, সবার সহযোগিতা ও আস্থার কারণেই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন।

জাহাঙ্গীর আলম নিজেও জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী। তাই নিজের বিদ্যাপীঠের নেতৃত্বে ফিরে আসাকে তিনি গর্ব ও আবেগের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেন।

প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, “নিজের প্রিয় বিদ্যালয়ের সেবা করার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের। জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে জেলার অন্যতম আদর্শ ও মডেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলাই আমার প্রধান লক্ষ্য।”

তিনি জানান, দায়িত্ব পালনকালে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, শিক্ষকদের সঙ্গে সমন্বয় করে পাঠদানের মানোন্নয়ন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও বিতর্কসহ সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার এবং অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা।

স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা মনে করেন, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জাহাঙ্গীর আলমের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান, শৃঙ্খলা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন আরও বেগবান হবে বলে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

দামুড়হুদায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও এডহক

কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবনির্বাচিত এডহক কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে পরিচিতি সভা ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নবনির্বাচিত এডহক কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বোর্ড কর্তৃক মনোনীত মো. জাহাঙ্গীর আলম। সাধারণ শিক্ষক সদস্য হিসেবে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত মো. নাজমুল হাসান, অভিভাবক সদস্য হিসেবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত মো. আব্দুল আলিম এবং সদস্যসচিব হিসেবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মুনছুর আলী দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মুনছুর আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের সভাপতি মো. রফিকুল হাসান তনু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. ইউসুফ আলী, সহ-সভাপতি মহিউদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মো. নাফিজ আখতার সিদ্দিকী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান ও সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির প্রবীণ নেতা পিয়ার মোহাম্মদ, জসিম উদ্দীন চকলা, ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবু হাসান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা যুবদলের সদস্য হুমায়ূন কবির ডাবলু ও মোমিনুল ইসলাম এবং হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ফারুক হোসাইন বাবু।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ার পাশাপাশি নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেমের চেতনায় নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাফল্যের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে অন্য শিক্ষার্থীদেরও লেখাপড়ায় উৎসাহিত

করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আয়োজকরা জানান, শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা এবং তাদের মেধা ও সাফল্যের স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদায় জমি দখল নিয়ে প্রাণনাশের হুমকি, থানায় অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা মডেল থানাধীন গোবিন্দহুদা গ্রামের কলুপাড়ায় পূর্ববিরোধের জেরে দখলীয় জমিতে তারকাঁটার বেড়া দিয়ে জমি দখলের চেষ্টা, মারধর ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মো. মনিরুজ্জামান (উজ্জ্বল) বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, অভিযোগকারী মো. মনিরুজ্জামান (উজ্জ্বল) (৩১), পিতা- মৃত ফকির বিশ্বাস, সাং- গোবিন্দহুদা (কলুপাড়া)। তিনি উল্লেখ করেন, বিবাদীদের সঙ্গে তার পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক ও জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছে। এ নিয়ে আদালতে একটি পিটিশন মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং আদালত উভয় পক্ষকে স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

অভিযোগে তিনি আরও বলেন, আদালতের আদেশ অমান্য করে গত ১৮/০৮/২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সকাল আনুমানিক ৭টা ৩০ মিনিটের সময় বিবাদীরা গোবিন্দহুদা কলুপাড়ায় তার দীর্ঘ ৬০-৬৫ বছরের ভোগদখলীয় নালিশি জমিতে এসে জোরপূর্বক তারকাঁটার বেড়া দিয়ে দখলের চেষ্টা করেন। ওই জমির ভেতরে গোসলখানা, বাথরুম, রান্নাঘর, সীমানাপ্রাচীর, সবজির বাগান ও ফলজ গাছ রয়েছে।

এ সময় তিনি, তার স্ত্রী মোছা. মনিরা খাতুন (২৫)সহ পরিবারের লোকজন বাধা দিলে বিবাদীরা তাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ এবং এলোপাতাড়িভাবে কিল, ঘুষি ও লাথি মেরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে নীলাফোলা জখম করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় আহত স্ত্রীকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসা করানো হয়।

অভিযুক্ত বিবাদীরা হলেন ১. মো. আশরাফুল ইসলাম ঝন্টু (৪৫), পিতা- মৃত ইলাম বিশ্বাস, ২. মো. আমিন বিশ্বাস (১৯), পিতা- মো. রানা বিশ্বাস, ৩. মো. শাকিল (২৩), পিতা- মো. খোকন বিশ্বাস, ৪. মো. রাকিব (২৩), পিতা- মো. আশরাফুল ইসলাম ঝন্টু; ৫. মোছা. বিউটি খাতুন (৩৫), পিতা- মো. মোলাম বিশ্বাস; ৬. মোছা. রাশিদা খাতুন (৪০), স্বামী- মো. মিলন বিশ্বাস; ৭. মোছা. কবিতা খাতুন (৪০), স্বামী- মো. রানা বিশ্বাস। সবার ঠিকানা- গোবিন্দহুদা (কলুপাড়া), থানা- দামুড়হুদা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা।

এ ঘটনায় সাক্ষী হিসেবে মোছা. চম্পা খাতুন (৪০) ও মো. মিজানুর রহমান (৪৫)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ভুক্তভোগীর দাবি, বিবাদীরা যেকোনো সময় তার ও তার পরিবারের বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারেন। পারিবারিক আলোচনার কারণে থানায় অভিযোগ দিতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় মোটরসাইকেল সংঘর্ষে রং মিস্ত্রী নিহত ও আহত-৩

দামুড়হুদায় মাথাভাঙ্গা ব্রীজের সামনে ত্রিমুখী মোটরসাইকেল সংঘর্ষে গোবিন্দহুদা গ্রামের রং মিস্ত্রী শাহীন নিহত ও তিনজন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

হুইলচেয়ার ও ফুটবল বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ৬ নম্বর হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে অসহায় ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে হুইলচেয়ার এবং যুবকদের মধ্যে ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং সংসদ সদস্যের অভিপ্রায় অনুযায়ী এ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লাভলী ইয়াসমিন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ৬ নম্বর হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, শহিদুল ইসলাম, সাবিনা ইয়াসমিন, আব্দুল্লাহ সেলিম, আব্দুল হান্নান পটু ও শাহজামালসহ উপকারভোগী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য মো. রুহুল আমিন বলেন, ‘আমরা সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে হুইলচেয়ার বিতরণ করেছি। একদিনে সবাইকে দেওয়া সম্ভব নয়। পর্যায়ক্রমে সবাইকে সহায়তা দেওয়া হবে। সরকারি বরাদ্দের অর্থে সমাজের অবহেলিত, অসহায় ও প্রতিবন্ধী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে এসব সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আমরা সব সময় মানুষের পাশে আছি।’

তিনি দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিনের প্রশংসা করে বলেন, ‘ইউএনও লাভলী ইয়াসমিন অত্যন্ত দক্ষ একজন কর্মকর্তা। তিনি যেভাবে গুছিয়ে কাজ করেন, এভাবে তিনি আমাদের কাজগুলো সম্পন্ন করে দিলে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো অসুবিধা হয় না।’

তিনি আরও বলেন, একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেন সমাজের বোঝা না হয়ে সম্মানের সঙ্গে স্বাবলম্বী জীবনযাপন করতে পারেন, সে লক্ষ্যেই বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আজকের হুইলচেয়ার বিতরণ সেই

মানবিক উদ্যোগেরই একটি অংশ।

অনুষ্ঠানে যুবকদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করতে ফুটবলও বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন

“রূপালি মৎস্যে স্বনির্ভর দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৬ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় বর্ণাঢ্য কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার বিকেল ৩টায় উপজেলা চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়, র্যালি শেষে মাথাভাঙ্গা নদীতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

পরে বেলা সাড়ে ৩টায় উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য বিভাগের আয়োজনে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য মো. রুহুল আমিন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মৎস্যের উপরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা মৎস্য অফিসার ফারুক মহলদার।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. নিলীমা আক্তার হ্যাপি, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির নায়েব আলী, মডেল মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি মামুনুর রশিদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, মাছ ব্যবসায়ী, মৎস্যচাষীসহ সুধীজন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি রুহুল আমীন বলেন, দেশের মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, নিরাপদ মাছ উৎপাদন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ